40

তারিখ 3 0 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

শ্রীনগর থানা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ কিছু অভিযোগ

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানায় সরকারী, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী, আন-রেজিষ্টার্ড ও স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা মোট বালক ৩৮৬৯০ জন। বালিকা ১৯৭১৭ জন। তন্মধ্যে ভর্তিকৃত বালক ৩৬৩৪২ বালিকা ১৭২৫৬ জন। জরীপকৃত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অনেক পার্থক্য রয়েছে থানা শিক্ষা অফিসার এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ না দেওয়ায় ড্রপ আউটকৃত শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম এ থানায় দারুণভাবে ব্যাহত হতে চলেছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ১৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে আসছে। ঘুষের মাধ্যমে বদলী এজন্য অনেকাংশে দায়ী। উত্তরকোলা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের অভাব থাকা সত্ত্বেও একটি কক্ষ স্থানীয় একটি ক্লাব ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পূর্ব মুন্সীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আজ প্রায় ১ বছর যাবৎ মাত্র ১ জন সহকারী শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। চারিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোন্ধারদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি ১৯৯৪ইং সনে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হলে অদ্যাবধি সংস্কার করা হয়নি, ফলে খোলা আকাশের নীচে রোদ, বৃষ্টিতে শ্রেণীর কাজ চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, চারিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়। বর্ষার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হাসাড়া ঢালী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ৬ মাস শ্রেণীর কাজ ব্যাহত হয়ে আসছে। থানা শিক্ষা অফিসার শ্রেণীর কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

ঘুষের মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ী বিদ্যালয়সমূহে নিম্নম নীতি উপেক্ষা করে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। তিন কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রথমে ২ জন এবং পরে ঘুষের মাধ্যমে আরও ২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট বিদ্যালয় বাছাইয়েও চরম অনিয়ম রয়েছে।

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীতে চরম দুর্নীতি চলে আসছে। চাহিদাপত্রে যথা সময়ে থানা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর না থাকায় অনেক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিদের অতি প্রয়োজনে থানা শিক্ষা অফিসারের নিজ বাসা ঢাকায় গিয়ে দস্তখত আনতে হয়। তাহাছাড়া খাদ্য গুদাম হতে খাদ্য শষ্য উত্তোলনের সময় থানা শিক্ষা অফিসার উপস্থিত থাকেন না। চাউল গম উত্তোলনের ঘাটতি, চাঁদা, ঘুষের মাসুল শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পরিবহন খরচ আদায় করা হচ্ছে এবং ওজনে ২/৩ কেজি করিয়া খাদ্য শষ্য কম বিতরণ করা হচ্ছে। থানা শিক্ষা অফিসার 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যালয়সমূহ প্রতি মাসে পরিদর্শন করেন না।

থানার কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছে। ঘুষের মাধ্যমে ঐ সব শিক্ষক শিক্ষিকার অন্যত্র বদলী স্থগিত রাখা হয়েছে।

অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীতে মূল্যায়নের পরিবর্তে পরীক্ষার ফি আদায় ও প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নিকট এ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রমাণ পত্র প্রেরণ করলেও অদ্যাবধি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং হচ্ছে না।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নলকূপ ও শৌচাগারের অভাব আছে, ফলে পানীয় জলের অভাব ও পায়খানা প্রস্রাবের তাগিদে শিক্ষার্থীদের আশে পাশে ছুটাছুটি করতে হয়।

টাইমস্কেল, ইবিক্রস, মাতৃত্ব ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, পেনশন, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন ইত্যাদি কাজে থানা অফিসারকে ঘুষ না দিলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। প্রশাসনিক শাস্তি গ্রহণের ভয়ে অনেকেই মুখ খুলে

প্রশাসনের শিক্ষা অফিসার অনুপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় কাজে মাধ্যমে অথবা সরকারী টেলিফোনের বিল পরিশোধের মাধ্যমে তার ঢাকার বাসা টেলিফোন নং-৩২৩৫৪৪ ডেকে অফিসে আনতে হয়। এতে সরকারী টাকার অপব্যয় হয়ে আসছে। থানা শিক্ষা সমিতির নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন কাজের জন্য নিরীহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের

জনমত

নিকট থেকে থানা শিক্ষা অফিসারের নামে ঘুষ আদায় করে নিজেরাও এর ভাগ পেয়ে আসছে। আইডিয়াল বিদ্যালয় চিহ্নিত শ্রীনগর ১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থানা শিক্ষা অফিসারের ছত্রছায়ায় থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ ঠিকাদারী ব্যবসা করে আসছে। বিভিন্ন অভিযুক্ত শিক্ষকদেরকে শিক্ষা অফিসার বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছেন।

থানা শিক্ষা অফিসারের মাত্রাতিরিক্ত অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে থানার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিনের পর দিন ঘুষ, দুর্নীতির রাহুগ্রাসে

মমো জিতেছে

আসায় ধূমকেতু ওয়াকওভার পে
ফজিলাতুন্নেসা ব্যাডমিন্ট
বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা স্মৃতি কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে রে উদ্বোধনী খেলায় মহিলা সিঙ্গলসে নের মমো ১১-৮, ১১-৪ পয়েন্টে নের লিপিকে পরাজিত করেন। উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্র বায়দুল কাদের ও বিশিষ্ট ফ